রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সন

হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম যে عام الفيل এ হয়েছিল এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। عام الفيل বলতে হাতী বৎসর। এই ঘটনাটি এতই উল্লেখযোগ্য ছিল যে হস্তীবাহিনীর কা'বা আক্রমনের সনকে বলা হতো عام الفيل সেই عام الفيل অর্থাৎ - আবরাহা যে বছর কা'বা ধ্বংসের জন্য বের হয়েছিল সেই বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ালাদাত হয়। আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে ঐ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন-

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيلِ

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের তারিখ

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ জন্মের সঠিক তারিখ হচ্ছে عام الفيل হাতীর বৎসর রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ সোমবার। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যতটুকু অন্বেষণ করেছি এবং আমরা যে বুর্জুগানে কিরামের নিকট থেকে সামান্য ইলম হাসিল করেছি তারা আমাদেরকে দলীল উপস্থাপন করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ দুনিয়াতে তাশরীফ আনেন এবং দিনটি ছিল সোমবার। সোমবার সম্পর্কে মুসলিম শরীফ থেকে একটি হাদীস আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ইমাম মুসলিম এ হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন, গায়লান ইবনে জরীর থেকে-

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا تَقُوْلُ فِيْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ فَقَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَاُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ–

এক বেদুঈন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সোমবারের রোযা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? হুজুর উত্তর দিলেন এই দিন (সোমবার) আমি জন্মগ্রহণ করি এবং এই দিন আমার উপর কিতাব নাযিল হয়েছে।

মুসলিম শরীফের এই সহীহ হাদীস দ্বারা আমরা অবগত হলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের মুবারক দিন ছিল সোমবার।

এখন, রবিউল আউয়াল মাসের যে ১২ তারিখ ছিল এ সম্পর্কে দেখতে হবে যাদের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক ইতিহাস ও জ্ঞান আমাদের কাছে এসেছে তাদের অভিমত কি?

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী, যিনি সর্বজন মান্য ও নির্ভরযোগ্য মুফাসসির এবং ঐতিহাসিক, তিনি বলেন-

وُلِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ عَامَ الْفِيْلِ لِاِثْنَتَىْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ–

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতীর বৎসর সোমবার দিন রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন।

আল্লামা ইবনে খালদুন, যিনি ইসলামের ইতিহাস ও দর্শন ইত্যাদিতে ইমাম হিসাবে স্বীকৃত, তিনি বলেন-

وُلِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيْلِ لِاِثْنَتَىْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيْعِ اَلْاَوَّلِ لِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً مِنْ مُلْكِ كِسْرٰى اَنَوْ شِيْرَوَان–

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, যাকে ইমামুল মাগাজী বলা হয়। ইমাম বুখারী (র.) কিতাবুল মাগাজী এর রেওয়ায়েত শুরু করেছেন তার বরাত দিয়ে বা তার সনদ মাধ্যমে, তিনি বলেন-

وُلِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ لِاِثْنَتَىْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ اَلْاَوَّلِ عَامَ الْفِيْلِ–

উপরোক্ত উদ্ধৃত ছাড়াও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের বর্ণনা দ্বারা আমরা নিশ্চিত যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মক্কা ভূমিতে সাইয়্যিদা আমিনার ঘরে আসেন হাতী বৎসরে, রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ সোমবার।

এই দিন আমাদের নিকট একটি উল্লেখযোগ্য দিন। আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন-

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

তোমার পরওয়ার দিগারের দান-নিয়ামতের বর্ণনা কর, শুকরিয়া আদায় কর।

আল্লাহ এ সৃষ্টিকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন, তন্মধ্যে রয়েছে শরীরের সুস্থ অবস্থা ও অবসরকাল এ দু'টি নেয়ামত মানুষের ক্ষতিরও কারণ। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصّحة والفراغ–

দু'টি নিয়ামত পেয়ে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ শরীরের সুস্থ অবস্থা ও অবসরকাল।

এইভাবে ছায়া, পানি, খাদ্য আশ্রয় সবকিছু নিয়ামত। এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

(সূরা তাকাছুর আয়াত নং ঃ ৮)

অবশ্যই এ নিয়ামতগুলি সম্পর্কে তোমাদেরকে হাশরের দিন জিজ্ঞেস করা হবে।

কিন্তু নিয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত কি? আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত সাকিয়ে কাওছার, শাফিয়ে মাহশার, রাহমাতে আলম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই নিয়ামত যেদিন আল্লাহ আমাদেরকে দান করলেন, যেদিন তিনি প্রকাশিত হলেন এ মাটির পৃথিবীতে সেদিন আমাদের কাছে স্মরণীয় বরণীয়।

কেউ কেউ বলেন, জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশা ফলকী নাকি রিসার্চ করে বের করেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম রবিউল আউয়ালের বার তারিখ নয়।

আলহামদুলিল্লাহ, জাষ্টিজ পীর করমশাহ আল আযহারী তৎপ্রণীত দ্বিয়াউন্নবী কিতাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, জ্যোতির্বিদ্যা বিশারদ মাহমুদ পাশা ফলকী সম্পর্কে অনেক অন্বেষণ করলাম। অন্বেষণ করলাম তার উক্তিটি কোথায় এবং কোন কিতাবের মাধ্যমে? জানতে পারলাম, শিবলী নুমানী, কাজী সুলাইমান মনসুরপুরী বলেছেন যে, মাহমুদ পাশা ছিলেন মিশরের লোক। আবার অন্যজনের মতে তিনি ছিলেন কনস্টান্টিনোপলের লোক। অনুসন্ধানে জানা গেছে তিনি এ বিষয়ে ফ্রেঞ্চ ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখেছেন যার অনুবাদ হয়েছিল আরবীতে نَتَائِجُ الْاَفْهَامْ নামে। তারপর হাইর্কোট হায়দরাবাদ-এর জজ সৈয়দ মহি উদ্দিন খান একে উর্দূতে রূপান্তরিত করেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে বইটি বের হয়। নাম পরিচয়হীন এমন একজন মন্তব্যকারী জ্যোতির্বিদের কথা কি আমরা মেনে নেব? তার কথা শুনে আমরা কি খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা-ই কিরাম ও পূর্ব সূরীদের কথা বাদ দিতে পারি? অবশ্যই না। নির্ভরযোগ্য বর্ণনার দ্বারা আমরা বলবো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ, বারটি ছিল সোমবার।

জন্মের পর এই এতীমের জন্ম সংবাদ শুনে পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব ছুটে আসিলেন। তিনি শিশুকে কোলে তুলে নিলেন, ছুটলেন বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে। সেখানে গিয়ে তিনি এই কবিতাটি পাঠ করে দু'আ করলেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعْطَانِى – هَذَا الْغُلَامَ الطَّيِّبَ الْاَرْدَا نِى–

সব প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার যিনি আমাদেরকে এই পবিত্র সন্তান দান করেছেন।

قَدْ سَادَ فِى الْمَهْدِ عَلَى الْغِلْمَانِ – اُعِيْذُهُ بِالْبَيْتِ ذِى الْاَرْ كَانِ

এই ছেলে/শিশু দোলনায় থাকা অবস্থায় শিশুদের সর্দার, আমি এই শিশুকে বায়তুল্লাহর আশ্রয়ে দিতেছি।

حَتى اَرَاهُ بِا لِغَ الْبُنَيَانِ – اُعِيْذُه مِنْ شَرِّ ذِىْ شنان مِنْ حَاسِدٍ مُضْطَرِبِ الْعَيَانِ

আমার আকাংখা এই শিশুকে যেন শক্তিশালী যুবক হিসেবে দেখি। আর হিংসাকারী শত্রুর অনিষ্ট থেকে যেন আশ্রয় দান করেন।

ফুলতলী, জকিগঞ্জ